যুগান্তর

তারিখ 18-MAR-2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

টুঙ্গিপাড়ায় শিশু-কিশোর সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী

শিশুদের লেখাপড়া ও খেলাধুলায় আত্মনিয়োগ করতে হবে

এস এম হুমায়ুন কবীর, *গোপালগঞ্জ থেকে*

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশুদের আগামী দিনের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য লেখাপড়া ও খেলাধুলাসহ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বেশি করে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান। তিনি শিশুদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা মন দিয়ে পড়ালেখা করবে। মা-বাবার কথা শুনবে। বড়দের সম্মান ও শিক্ষকদের মান্য করবে। শিক্ষা হবে তোমাদের বড় সম্পদ। এ সম্পদ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে তোমরা ভবিষ্যতে দেশ গড়ায় আত্মনিয়োগ করবে। ক্রীড়া, সংস্কৃতি, মেধা, জ্ঞানচর্চা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করে এ দেশকে একটি সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলবে। এভাবেই জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হবে।

বৃহস্পতিবার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৭তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে টুঙ্গিপাড়ায় কমপ্লেক্সে আয়োজিত শিশু সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। এর আগে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। এসময় তিন বাহিনীর একটি চৌকস দল রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। পরে ফাতেহা পাঠ ও জাতির জনকের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করেন তারা।

প্রধানমন্ত্রী তার বাবার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বলেন, জাতির অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বারবার জেলে যেতে হয়েছে। একটি স্বাধীন সর্বভৌম দেশ সৃষ্টির লক্ষ্য থেকে তিনি তা এগিয়ে নিয়ে গেছেন সামনের দিকে। তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা অসীম সাহসী একজন সংগ্রামী মানুষ। তার হৃদয়জুড়ে ছিল মানুষের প্রতি ভালোবাসা। যারা একবেলা পেট ভরে খেতে পারে না, তাদের জন্য বঙ্গবন্ধু সব সময় সংগ্রাম করেছেন। গরিবের প্রতি তার যে ভালোবাসা **হবে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১**

হবে : খেলাধুলায় আত্মনিয়োগ করতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ছোটবেলা থেকেই তিনি তা লালন করতেন। এ ভালোবাসাই একসময় তাকে ধীরে ধীরে জাতির জনকে পরিণত করে।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু তার গায়ের কাপড় দরিদ্র ও অসহায়দের দিয়ে দিতেন। যখন স্কুলে পড়তেন তখন তিনি মুষ্টির চাল সংগ্রহ করে গরিব ছাত্রদের সাহায্য করতেন। বাবা শেখ মুজিব ও ছোট ভাই রাসেলের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। সব সময়ই মনে হয় আজ তারা বেঁচে থাকলে কেমন দেখাত তাদের— সে দুঃস্মৃতি তাড়া করে ফেরে সব সময়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমার দাদি বলতেন, খোকা বইখাতা, ছাতা, জুতা গরিব ছাত্রদের দিয়ে দিত। এজন্য তাকে এসব বারবার কিনে দিতে হতো। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাবা (বঙ্গবন্ধু) অনেক ছাত্রকে সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে আসত। বাড়িতে তারা একসঙ্গে ভাত খেত। এজন্য তিনি বেশি বেশি করে খাবার রান্না করে রাখতেন।

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত এ শিশু সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শিশু প্রতিনিধি রাফিয়া তুর জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি, ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার জিল্লার রহমান ও জেলা প্রশাসক খলিলুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিশু প্রতিনিধি ঋত্বিক জিদান।

এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জনপ্রশাসনমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম, উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য কাজী আকরাম উদ্দিন আহম্মদ, ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বি মিয়া, চিফ হুইপ আসম ফিরোজ, সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, আফম বাহাউদ্দিন নাসিম, দফতর সম্পাদক ড. আবদুস সোবহান গোলাপ, ধর্মবিষয়ক সম্পাদক শেখ মো. আবদুল্লাহ, শেখ হেলাল উদ্দিন আহমেদ, হাবিবুর রহমান সিরাজ, শেখ কবির হোসেন, নাজমা আক্তার, ফরিদুন্নাহার লাইলী, এমদাদুল হক চৌধুরী, মাহবুব আলী খান প্রমুখ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি এ দেশকে কখনও মেনে নেয়নি। '৭১-এর পরাজিত শক্তি '৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। আমরা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার করে জাতিকে কলংকমুক্ত করেছি। এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলছে। এখনও ওই অশুভ শক্তি এতে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে কিছু হবে না। দেশ এখন আর ওই জায়গায় নেই। অনেক এগিয়েছি আমরা। বঙ্গবন্ধু চেয়ে ছিলেন আমাদের দেশ ক্ষুধামুক্ত সমৃদ্ধিশালী একটি দেশ হবে। আমরা এখন বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্নপূরণে এগিয়ে যাচ্ছি।

পরে প্রধানমন্ত্রী 'শিশু গড়বে নতুন দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' শীর্ষক কাব্যগীতি নাট্য আলেখ্যানুষ্ঠান উপভোগ করেন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এ সময় শিশু শিল্পীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ফটো সেশনে যোগ দেন।

এরপর তিনি বইমেলার উদ্বোধন ও দুস্থ নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করেন। জাতির জনকের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মধ্যাহ্ন ভোজ শেষে হেলিকপ্টারে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেন।